প্রতারণা প্রতিরোধে ইসলামী বিধান

Aunopama Afroz

সারসংক্ষেপ

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ধোঁকা ও প্রতারণা ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে মানুষ নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে অন্যকে প্রতারিত করে অমূল্য সম্পদ মানবচরিত্রকে কলুষিত করছে। প্রতারণার ভয়াবহতা প্রকট আকার ধারণ করায় মানবজীবন এখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রতারণাকে কখনই সমাজ ও রাষ্ট্র প্রশ্রয় দেয় না। তাছাড়া যে সমাজে প্রতারণামূলক কার্যকলাপের আধিক্য রয়েছে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই প্রতারণার মত ভয়াবহ অপরাধ নির্মূল করে মানবজীবন ধারাকে নিরাপদ ও শান্তিময় করতে প্রয়োজন ইসলামি বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। ইসলাম মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও জবাবদিহিতার প্রত্যয় সৃষ্টি করে এবং মানুষকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করার সুযোগ দেয় যে, অপরাধ যত গোপনেই করা হোক তা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিগোচর হয়। আর এ অপরাধের জন্য অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং মানবসমাজের সর্বস্তরে ইসলামি বিধান অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তিচরিত্রের উন্নয়ন সাধন ও প্রতারণার মত ক্ষতিকর অপরাধ দমন করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ প্রত্যাশাই আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ভূমিকা

প্রতারণা একটি জঘন্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছে। প্রতারণার সুনির্দিষ্ট কোন মাত্রা বা ক্ষেত্র নেই। কথাবার্তা, কাজকর্ম, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদেশ গমন, এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও মানুষ প্রতারণা করছে এবং প্রতারিত হচ্ছে। এছাড়াও মিথ্যা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, পণ্য-দ্রব্যে ভেজাল ও দোষ-ত্রুটি গোপন করা, লটারির মাধ্যমে প্রতারণা, খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মেশানো, জাল টাকার প্রচলন, ওজনে কম দেয়া, ভাল জিনিসের সাথে খারাপ জিনিস মেশানো, মিথ্যা শপথ ও সাক্ষ্য দেয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, শিক্ষাক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষকে ঠকানো প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সমাজের প্রায় সর্বস্তরে প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র। দেশ ও জাতির স্বার্থে এ পরিস্থিতির অবসান একান্ত জরুরি। কেননা কতিপয় অসাধু ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের কারণে গোটা জাতি প্রতারিত হোক এটা কারো কাম্য নয়। তবে এরূপ সংকটজনক অবস্থা থেকে ধর্মীয় অনুভূতিই পারে মানুষকে বিরত রাখতে। কেননা পৃথিবীর কোন ধর্মই ধোঁকা ও প্রতারণাকে সমর্থন করে না। ইসলাম ধোঁকা ও প্রতারণার মতো অপরাধকে কখনো প্রশ্রয় দেয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনাস্বরূপ মানুষের ঈমান-আকীদা থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের যাবতীয় বিষয় ইসলামে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ দিকনির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধোঁকা ও প্রতারণা দূর করা সম্ভব।

প্রতারণার অর্থ

প্রতারণার আরবি প্রতিশব্দ হলো غش। যার অর্থ ধোঁকা দেয়া, (বিলয়াভী, ১৯৮২, পৃ. ১৯২) প্রবঞ্চনা, নকল, জাল, ভেজাল, (রহমান, ২০০০, পৃ. ৫৩৩-৫৩৪) বঞ্চনা, ছলনা, জুয়াচুরি, ঠকামি, (বিশ্বাস, ১৯৭১, পৃ. ৪৪৩) এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করা। (মুস্তফা, ১৯৬০, পৃ. ২২০) মূলত সত্যের বিপরীতই হলো প্রতারণা। (আর রাযী, ১৯৮৭, পৃ. ২৯৮) যে প্রতারণা করে তাকে বলা হয় প্রতারক, প্রবঞ্চক, প্রতারণাকারী ইত্যাদি।

الغش বা প্রতারণা হচ্ছে to cheat, swindle, to double cross, to be deceit, fool, delude, bluff, requile, to trick, dupe, guile. (আল্-বা'লাবাক্কী, ১৯৯৭, পৃ. ৮০০)

পারিভাষিক অর্থে الـ غش বা প্রতারণা হলো প্রত্যেক সেই বস্তু বা কাজ যা মূলের বিপরীত। (আবদুল্লাহ, ১৪৪০হি., পৃ. ১১২) বর্তমান সমাজে শুধু লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতারণার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়েই প্রতারণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি রয়েছে।

বর্তমান সমাজে প্রতারণার ধরণ ও প্রতিকারে ইসলামি বিধান

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক, বস্তুগত, আধ্যাত্মিক, লেনদেন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হচ্ছে। প্রতারণার ভয়াবহতা ক্রমান্বয়ে মানবজীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতারণার করাল গ্রাস থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বরং প্রতারণার আধিক্য ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রতারণার কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে প্রতারণা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দান করেছেন, মানুষের জীবনধারণ ও কল্যাণের জন্য অন্যান্য মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। তাই একক ইলাহ হিসেবে মানুষের ইবাদত পাওয়ার হকদার একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহর অধিকার। আর এই অধিকারে অন্য কাউকে অংশীদার করাই হলো শির্ক। আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁর ইবাদত করতে বলেছেন এবং তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا.

"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে অন্য কিছুর শির্ক করো না।" (আল কুর'আন, ৪:৩৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي.

"আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (আল কুর'আন, ২০:১৪)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. হজরত মু'আয রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান আল্লাহর প্রতি বান্দার কি হক, এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর কি হক, হজরত মু'আয (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে ভালো জানেন। অত:পর রাসূল সা. বললেন, আল্লাহর প্রতি বান্দার হক হচ্ছে তারা তাঁর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর বান্দার প্রতি আল্লাহর হক হচ্ছে, যারা তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না তাদের তিনি ক্ষমা করে দিবেন।" (মুসলিম, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৪৪)

বর্তমান সমাজে শির্কের আধিক্য বৃদ্ধি পেয়েছে; বিশেষ করে লোক দেখানো ইবাদতের মাধ্যমে। যা শির্কে আসগর হিসেবে পরিগণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً.

"আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায়, তখন একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য আর তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।" (আল কুরআন, ৪:১৪২)

তাই একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত হবে একনিষ্ঠ। কিন্তু মানুষ অজ্ঞতাবশত বা জেনে শুনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে খুশী করার মাধ্যমে নিজেকে প্রতারিত করছে। যারা ইবাদতের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতারিত করছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.

"(মুনাফিকরা মুখে কেবল ইমানের দাবিদার), এরা আল্লাহ ও তাঁর নেক বান্দাদের সঙ্গে প্রতারণা করে যাচ্ছে, (মূলত এ কাজের মাধ্যমে) তারা অন্য কাউকে নয় নিজেদেরই প্রতারিত করছে। অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। (আসলে) এদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কেননা তারা মিথ্যা বলেছিল।" (আল্ কুর'আন, ২:৯-১০)

তাই মানবজাতির উচিত লোক দেখানো ইবাদত পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।

বিবাহের ক্ষেত্রে প্রতারণা

বর্তমান সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন, এক মেয়েকে দেখিয়ে অন্য মেয়ের বিবাহ দেয়া, মেয়ের দোষ-ত্রুটি ও পারিবারিক অবস্থা গোপন করা, ছেলের পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা গোপন করা, ছেলের পেশা সম্পর্কে আসল তথ্য না দেয়া ইত্যাদি। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পাত্রীকে দেখতে চাওয়া হলে পরিবারের পক্ষ থেকে সাজসজ্জার বাহুল্য করে তার আসল রূপকে ঢেকে রাখা হয়। ফলে পাত্র প্রতারিত হয়। এগুলো বর্তমান সমাজে নেতিবাচক প্রচলন হিসেবে ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যায়। অথচ মানুষ এর পরিণতির কথা একেবারেই ভুলে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রতারণা বিবাহের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। অথচ বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর সাক্ষাৎকে উৎসাহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء.

"আর তোমরা মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভাল লাগে তাদেরকে বিবাহ কর।" (আল কুরআন, ৪:৩) এ আয়াতে সুস্পষ্ট যে, বিবাহের পূর্বে কন্যাকে দেখে নেয়া বৈধ।

রাসূলুল্লাহ সা.ও বিয়ের পূর্বে মেয়েকে দেখে নেয়ার তাগিদ প্রদান করেছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا. قَالَ لاَ. قَالَ : فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا.

"আমি মহানবী সা. এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় মহানবির কাছে এক ব্যক্তি এলো। সে আনসার বংশের এক মহিলাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত মহানবী সা. কে জানাল। তখন মহানবী সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? লোকটি বলল, না। মহানবী সা. তখন তাকে বললেন, এখনই যাও এবং তাকে দেখে নাও। কেননা আনসার বংশের মেয়েদের চোখে কিছু একটা (ত্রুটি) থাকে।" (মুসলিম, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৪৫৬)

সুতরাং কুরআনের আয়াত ও হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট যে, বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখা বৈধ এবং এর অন্যতম কারণ তার ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়া। কারণ মানুষের গঠন-আকৃতি ও স্বভাব প্রকৃতি সব কিছুতেই ত্রুটিবিচ্যুতি ও ধোঁকা বা ফাকির সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাই গঠন আকৃতির ব্যাপারে সংশয়মুক্ত হওয়া যায় দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে এবং স্বভাব-প্রকৃতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বংশ মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমেই প্রতারণার ফাঁদ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতারণা

দাম্পত্য জীবন বলতে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বুঝায়। এই সম্পর্ক শুরু হয় বিবাহের মাধ্যমে। বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি আইনগত ও ধর্মীয় চুক্তি। এ চুক্তির অন্যতম শর্ত হলো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে যে বিষয়টি অধিকহারে দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর অন্যতম কারণ পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকা ও চাহিদা পূরণ না করা। অথচ ইসলাম তাদের এরূপ আচরণকে সমর্থন করে না। বরং স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

"(হে স্বামীরা জেনে রাখ যে) স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ আর তোমরাও তাদের ভূষণ।" (আল কুর'আন, **২: ১৮৭**)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবন যাপন করবে।" (আল কুর'আন, ৪:১৯)

এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন,

فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله .

"স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর উপর ভরসা করেই তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর কালেমা দ্বারাই তোমরা তাদের থেকে দাম্পত্য অধিকার লাভ করেছ।" (মুসলিম, ২০১০, হাদিস নং ৩০০৯)

স্বামীর দায়িত্ব যেমন স্ত্রীর সার্বিক চাহিদা পূরণ করা তেমনি স্ত্রীরও দায়িত্ব স্বামীর আনুগত্য করা, তাকে মেনে চলা ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

"অতএব নেক্কার নারীরা অনুগত হয় এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেদের হেফাযত করে।" (আল কুরআন, ৪:৩৪)

রাসূল সা. বলেছেন,

لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

"আমি যদি (আল্লাহ ব্যতীত অন্য) কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে নারীদেরকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।" (ইবন মাজাহ, ১৯১৮, হাদিস নং ১৮৫২)

উক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের প্রতি দায়িত্বশীল। এবং পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সঠিকভাবে যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলেই কেবল দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে সফলতা আসবে। অন্যথায় ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে একজন অন্যজনের অধিকার খর্ব করলে উভয়কেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, দাম্পত্য সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী বৈধ সম্পর্ক। দাম্পত্য সম্পর্ক নারী-পুরুষের জীবন ও ধর্মকে পরিপূর্ণতা দান করে। এই সম্পর্কের মাধ্যমেই নারী-পুরুষ সর্বোচ্চ সুখী জীবন যাপন করে। তাই পরকীয়া বা ক্ষণস্থায়ী অবৈধ সম্পর্কের প্রতি আকর্ষণ পরিহার করে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যথাযথ দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সুখী জীবন যাপন করাই সকলের কাম্য। এবং এর মধ্যেই ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মোহর আদায়ে প্রতারণা

ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুসারে বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যে সম্পদ নগদ প্রদান করে বা পরবর্তীতে প্রদানের অঙ্গীকার করে তাকে 'মোহর' (রাম, ১৯৮৭, পৃ. ৯৪) বলে। 'মোহর' স্ত্রীর জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের তরফ থেকে নির্ধারিত একটি বিশেষ অধিকার। আল কুর'আনে মোহর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

"বিয়ের মাধ্যমে যে নারীরা তোমাদের জন্য হালাল হবে তাদেরকে দিয়ে দাও নির্ধারিত মোহর। মোহর ধার্য করার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণ কম-বেশি করে নাও, তাতে দোষের কিছু নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ জ্ঞানী।" (আল কুরআন, ৪:২৪)

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মোহরের বিনিময়েই স্ত্রীর উপর স্বামী অধিকার লাভ করে থাকে এবং মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য ফরজ। এই অধিকার আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা হলো বিবাহের পর দাম্পত্য সম্পর্ক শুরুর পূর্বেই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয়। যদি কোন কারণে তৎক্ষণাৎ আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে বিলম্বে আদায় করবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে অধিকাংশ পুরুষ বিবাহের পর মোহরানা আদায়ে অনীহা প্রকাশ করে। যা সরাসরি প্রতারণা। কারণ মোহরানা হচ্ছে একটি অঙ্গীকার যা আদায়ের মাধ্যমে পূরণ হয়। হাদিসে আছে, এক নিঃসম্বল সাহাবী এক নারীকে বিবাহ করতে চাইলে রাসূল সা. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

هل عندك من شئ قال لا قال ذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القران شيئ قال معى سورة كذا قال اذهب فقد انكحتكها بما معك من القران.

তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, না। রাসূল সা. বললেন, যাও খুঁজে দেখ, কিছু জোগাড় করতে পার কিনা, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই জোগাড় করতে পারলাম না। এমনকি একটি লোহার আংটিও নয়। রাসূল সা. বললেন, তুমি কি কুরআনের কিছু মুখস্থ জান? সে উত্তরে বলল, আমি অমুক অমুক সূরা মুখস্থ জানি। রাসূল সা. বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।" (বুখারী, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৬৪)

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

"আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। পরে তারা খুশিমনে এর কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার।" (আল কুর'আন, ৪:৪) এই আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, স্ত্রী ইচ্ছা করলে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু যদি স্ত্রী তা না করে এবং মোহর পরিশোধ করার পূর্বে স্বামীর মৃত্যু ঘটে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। তাই মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামীদের সতর্ক ভূমিকা পালন করা উচিত। মোহর আদায় করা প্রসঙ্গে উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেন,

احق ما اوفيتم من الشروط ان تولوا به ما استحللتم به الفروج.

"সব শর্তের মধ্যে যে শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য তা হল, যে শর্ত দ্বারা তোমরা নারীদের বিশেষ অঙ্গ উপভোগ করা বৈধ করে থাক।" (বুখারী, ২০০৯, হাদিস নং ২৭২১)
রাসূল সা. আরও বলেছেন,

من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوى ادائه فهو زان.

"যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে বিয়ে করে আর মনে মনে নিয়ত করে যে, এটা আদায় করবে না, তবে সে একজন ব্যভিচারী।" (মুনযিরী, ১৪১৪হি., খ. ৩, পৃ. ৩৩৬)

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, স্বামীর নিকট থেকে মোহর পাওয়া স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার। আর এ অধিকার আদায় না করা স্ত্রীর সাথে প্রতারণা করা।

শিক্ষাদানে প্রতারণা

শিক্ষা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। আর এ কাজে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হচ্ছেন শিক্ষক। বর্তমান সময়ে শিক্ষকরা ক্লাসে পাঠদানের চেয়ে প্রাইভেট পড়াতে বেশী আগ্রহী। এর অন্যতম কারণ নৈতিকতাবোধের অভাব। তারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করছে। এর ফলে সমাজ ধীরে ধীরে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ছে। অথচ আল কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শিক্ষার প্রতি তাগিদ দিয়ে মানবজাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (আল কুর'আন, ৯৬:১)
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ.

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা জানতেনা তা শিক্ষা দেয়।" (আল কুরআন, ২:১৫১)

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, انما بعثت معلما "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" (ইবনে মাজাহ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৭) তিনি আরও বলেছেন, بعثت لا تمم مكارم الاخلاق "আমি সৎচরিত্রতাকে পরিপূর্ণতা দান করতে প্রেরিত হয়েছি।" (মালিক, তা.বি., পৃ. ৮)

উক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সা. কে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাই বর্তমান যুগের শিক্ষকদেরও রাসূল সা. এর মতো সৎ, আদর্শবান, সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। তাহলেই ছাত্র সমাজ প্রতারণার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং দেশ ও জাতি সমৃদ্ধশালী হবে। আর যদি শিক্ষকসমাজ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদেরকে প্রতারণার দায়ভার মাথায় নিয়ে ইহকাল ও পরকালীন জীবনে শাস্তি পেতে হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা

ব্যবসা জীবিকার্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত বেশী মনোযোগী হয় অর্থনৈতিকভাবে সেই জাতি তত বেশী সফলতা, সমৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। তবে প্রকৃত সফলতা অর্জনের মূল শর্ত বৈধ ব্যবসা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

.وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল ও সুদকে করেছেন হারাম।" (আল কুর'আন, ২:২৭৫)

রাসূল সা. বলেছেন,

التاجرالصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

"সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী হাশরের ময়দানে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথী হবেন।" (তিরমিযী, ১৯৮৭, হাদীস নং ১২০৯)

উক্ত আয়াত ও হাদিসের আলোকে বলা যায় নিঃসন্দেহে ব্যবসা একটি মানবকল্যাণমূলক উত্তম পেশা। কিন্তু বর্তমান সমাজে ব্যবসা প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে নিজের কল্যাণকামিতা হারিয়ে মানবজাতির জন্য অভিশাপ হয়ে দাড়িয়েছে। অধিকাংশ মুনাফালোভী ব্যবসায়ী এমন সব জঘন্য ও ঘৃণিত প্রতারণার সাথে জড়িত যা ইসলামের দৃষ্টিতে একবারেই অবৈধ। যাদের সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে বড় পাপী হিসেবে উঠানো হবে, তবে সে সব ব্যবসায়ীকে নয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে লেনদেন করে, সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে।" (তিরমিযী, ১৯৮৭, হাদিস নং ১২১০) এই হাদিসের আলোকে বলা যায়, অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনাকারী পাপী, আর পাপীর স্থান জাহান্নাম। ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণা এবং এর শাস্তি সম্পর্কে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

মিথ্যা বলা

বর্তমান সমাজে অধিকাংশ ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। মৃত প্রাণীকে জীবিত হিসেবে বিক্রয় করা এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানেও এরূপ চিত্র চোখে পড়ে। অথচ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ হারাম ঘোষণা করে বলেছেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ.

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস।" (আল কুর'আন, ৫:৩)

উক্ত আয়াতের নির্দেশ অমান্য করে যারা মৃত প্রাণী জীবিত বলে বিক্রি করছে তারা জনগণের সাথে প্রতারণা করছে। মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ওয়াছিলাহ ইবন আসকা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,

كان رسول الله عليه وسلم يخرج إلينال, وكنا تجارا وكان يقول:يا معشر التجار إياكم والكذب.

রাসূলুল্লাহ সা. বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী, তিনি বলছিলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিথ্যাকে ভয় কর। (তাবারানী, ১৯৮৩, হাদিস নং ১৩২) সুতরাং মিথ্যা সকল পাপের মূল। আর সে মিথ্যা যদি হয় ব্যবসার ক্ষেত্রে তাহলে মানবজাতির প্রতি জুলুম ও নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। তাই সকল ক্ষেত্রে মিথ্যা থেকে বিরত থাকা সকলের কর্তব্য।

মিথ্যা শপথ করা

ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রয়ের জন্য শুধু মিথ্যাই বলে না বরং মিথ্যা শপথ করে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. বলেছেন,

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال, المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.

"তিন সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাসূল সা. এটিকে তিনবার করে বললেন। আবূ যর রা. বললেন, তারা ব্যর্থ, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। হে আল্লাহর

রাসূল তারা কারা? তিনি বললেন, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, অনুগ্রহ করে খোটা দানকারী ও মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য বিক্রয়কারী।" (মুসলিম, ২০১০, হাদিস নং ২৬৮৮)
অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে,

إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة مَمْحَقَةٌ للبر كة.
আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, শপথ পণ্যদ্রব্যকে চালু করে বটে; কিন্তু উপার্জনের বরকত নষ্ট করে দেয়।" (বুখারী, ২০০৯, হাদিস নং ১৯৮১) তাই পণ্যের বরকত রক্ষা করে তাকে মানব কল্যাণমূলক করার লক্ষ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে মিথ্যা শপথ থেকে বিরত থাকাই সকলের জন্য মঙ্গলজনক।

ওযনে কম দেয়া

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেয়ার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক ব্যবসায়ী এমন আছে নিজে পণ্য ক্রয়ের সময় সঠিক মাত্রায় গ্রহণ করে কিন্তু বিক্রির সময় ওজনে কম দেয়, এটি একটি মারাত্মক প্রতারণা। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, ওজন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাড়ি পাল্লার যে অংশে পণ্য তোলা হয় সে অংশের নিচে অন্য কোন বস্তু লাগানো থাকে, যা ক্রেতার দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার অনেকক্ষেত্রে বাটখারার গায়ে লেখা ওজনের সাথে প্রকৃত ওজনের সামঞ্জস্য থাকে না। ওজনে কম দিয়ে প্রতারণা ইসলামে সরাসরি নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ– الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ– وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ– أَلا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ– لِيَوْمٍ عَظِيمٍ– يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
"ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তারা পুনরুত্থিত হবে, এক মহা দিবসে? যেদিন মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের জন্য দাঁড়াবে।" (আল কুরআন, ৮৩:১-৬) পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতগুলিতে ওজনে কম দিয়ে ক্রেতার সাথে প্রতারণার সাথে সাথে ওজনে বেশী নিয়ে বিক্রেতার সাথে প্রতারণাকেও কঠোর ভাষায় নিন্দা জানানো হয়েছে এবং তাদের ধ্বংস যে অনিবার্য তার ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে।
ওজনের ক্ষেত্রে বর্তমানে আর এক ধরনের প্রতারণা লক্ষ্য করা যায় তাহলো, বিক্রয়ের পূর্বেই পণ্যের সাথে বা পেটে (যদি প্রাণী হয়) পাথর বা খাবার জাতীয় উপাদান ঢুকিয়ে ওজন বৃদ্ধি করা হয়। যেমন, চালের মধ্যে সাদা পাথর মেশানো, ইলিশ মাছের পেটে জালের কাঠি, মুরগী বিক্রির আগে অতিরিক্ত চাল বা আটা খাওয়ানো ইত্যাদি। এর ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে।

পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা

বর্তমান সময়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে আর এক ধরনের মারাত্মক প্রতারণা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় আর তাহলো পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা। ইসলামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা বা প্রকাশ না করা মারাত্মক অপরাধ। রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়েও এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে রাসূল সা. এর হাদিস উল্লেখযোগ্য। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন,

إن رسول الله صلى الله عليه وسلعم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال, ما هذا يا صاحب الطعام. قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غش فليس منى.

"একদা রসুলুল্লাহ সা. একস্তুপ খাদ্যের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। হঠাৎ তিনি হাতটি খাদ্যের স্তুপের মাঝে প্রবেশ করালেন এবং ভেজা বা আর্দ্রতা অনুভব করলেন (অথচ খাদ্যের স্তুপটি ওপর থেকে শুষ্ক দেখাচ্ছিল)। অতঃপর বললেন, হে খাদ্যের মালিক, এমনটি কেন? মালিক বললো বৃষ্টির পানিতে এমন হয়েছে (আসলে ব্যাপারটি এমন ছিল না, মালিক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।" (মুসলিম, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৭০)

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দোষ-ত্রুটি গোপন করার অপরাধ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যখন কোন দুই ব্যক্তি স্বচ্ছতা ও সত্যবাদিতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করলো তখন তাদের এ কাজের মধ্যে কল্যাণ দান করা হয়। আর যদি বিকৃত বস্তুর দোষ-ত্রুটি গোপন করে তবে তাদের সেই বেচা-কেনার বরকত উঠিয়ে দেয়া হয়।" (মুসলিম, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৬)

সুতরাং উক্ত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে যা স্পষ্ট হয় তাহলো বস্তুর ত্রুটি গোপন করাই প্রতারণা বা বঞ্চনা এবং মূলের বিপরীতই হলো ধোঁকা।

মূল্য বৃদ্ধির জন্য ক্রয়ের অভিনয়

কতিপয় ব্যবসায়ী এমন আছে যে, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য এমন কিছু লোককে নির্ধারিত করে রাখে যারা প্রকৃত ক্রেতা নয়। যখন প্রকৃত ক্রেতা কোন পণ্য পছন্দ করে দরদাম করতে থাকে তখন এ সকল নকল ক্রেতা সেই পণ্যটি কেনার প্রতি খুব আগ্রহ দেখায়, এর ফলে প্রকৃত ক্রেতা পছন্দের পণ্যটি হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করে প্রতারিত হয়। এটি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মারাত্মক অপরাধ। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.

ইবন উমর (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রয়ের অভিনয়কে নিষেধ করেছেন।" (বুখারী, ২০০৯, হাদীস নং ২০৩৫)

আকর্ষণীয় পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন

পণ্যের গুণগত মান ঠিক না রেখে অনেক ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় পোস্টার ও বিজ্ঞাপন প্রচার করে, যা ক্রেতাকে ধোঁকার মধ্যে নিমজ্জিত করে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলামে স্বীকৃত নয়। এটি সাধারণ মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। কারণ জনগণ আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন বা পোস্টার দেখে পণ্যের গুণগত মান ভাল হবে এরূপ বিশ্বাস নিয়েই পণ্য ক্রয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রতারিত হয়।

অবৈধ দালালি

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবৈধ দালালির দৌরাত্ম্য ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। সমাজে এর আধিক্য এত বেশী যে, সাধারণ মানুষ চরমভাবে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছে। একই ব্যক্তি কর্তৃক ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষে দালালি করে তাদের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ করাই অবৈধ দালালি। আর এটি ইসলামসম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, و لا تناجشوا "তোমরা দালালি করো না।" (বুখারী, ২০০৯, হাদিস নং ২১৪০)

সুতরাং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী, জমি, ঘর-বাড়ি, গরু-ছাগল বেচা-কেনা, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ, বদলি, প্রমোশন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবৈধ দালালি প্রতিরোধ করা সম্ভব হলে সাধারণ জনগণ প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাবে ইন্‌শা আল্লাহ।

পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ

অধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় মানুষ খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে শঠতা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করছে। যেমন, হলুদ ও মরিচের গুড়ার সাথে ইটের গুড়ার মিশ্রণ ঘটাচ্ছে, পচনশীল খাবারে জীবনহানিকর ফরমালিন ও কার্বাইড মিশাচ্ছে, বিদেশি পণ্যের মোড়কে দেশে তৈরি নিম্নমানের পণ্য ঢেলে অধিক দামে বিদেশি পণ্য হিসেবে বিক্রি করছে। এতে ক্রেতারা প্রতারিত ও জুলুমের শিকার হচ্ছে। পণ্যে ভেজালের আধিক্য সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় ক্রেতারা বাধ্য হচ্ছে উপার্জিত কষ্টের টাকায় ভেজাল পণ্য ক্রয় করতে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

"তোমরা বাতিল উপায়ে অন্যের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করো না।" (আল কুরআন, ৪:২৯)

পণ্যে ভেজাল মেশানো হলো ক্রেতার সাথে বিক্রেতার বিশ্বাসঘাতকতা করা। রাসূল সা. বলেছেন, "এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছুই নেই যে, তুমি এমন ব্যক্তির সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেবে যে তোমাকে বিশ্বাস করে।" (দাউদ, ২০০০, হাদিস নং ১৫৮৭)
সুতরাং বলা যায়, পণ্যদ্রব্যে ভেজালের আধিক্যের কারণে জীবন রক্ষাকারী খাদ্য এখন জীবন হানিকারক হয়ে পড়েছে। তাই ইসলাম খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতারণা

বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভিন্নরকম প্রতারণার ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে এক শ্রেণীর প্রতারক। মানুষ যতটা সতর্কতার সাথে রাস্তা-ঘাটে চলতে চেষ্টা করছে ততটাই পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের প্রতারণার নিত্য নতুন কৌশল। তথ্য প্রযুক্তি খাতের এমনি কিছু প্রতারণার অভিনব কৌশল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির বিভিন্ন নম্বর থেকে প্রায়ই ম্যাসেজ পাওয়া যায় যে, আপনি এতো টাকার (টাকার পরিমাণ বিভিন্ন রকম থাকে) টাকার বা বীমা পলিসি জিতেছেন। এরপর তার ন্যাশনাল আই ডি নম্বর, ই-মেইল নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর চাওয়া হয়। এগুলি দেয়ার পর কিছু টাকা বিভিন্ন চার্জ এর কথা বলে বিকাশ করতে বলা হয়। এটিও এক ধরনের প্রতারণার ফাঁদ। অনেকেই এই ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারিত হচ্ছে।
- ফেস্‌বুক বর্তমান সময়ে যোগাযোগের বহুল প্রচলিত একটি সামাজিক মাধ্যম। এই মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। সমাজে পরকীয়া ও মিথ্যাচারিতার আধিক্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেসবুকে পরিচয় গোপন করে মানুষ আইডি তৈরি করে মানুষকে প্রতারিত করছে। ফেসবুকের কারণে সমাজে কিডন্যাপ, ধর্ষণ, ব্যভিচার, পরকীয়া চাঁদাবাজি, মৃত্যুর হুমকি ইত্যাদি ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, ধোঁকা ও প্রতারণা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এর অন্যতম কারণ মানুষ আল্লাহ ও রাসুলের বিধান পরিহার করে পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর এই ভোগ বিলাসের প্রতি আকৃষ্টতাই জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রতারণা প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশ

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সর্বত্র প্রতারণার যে আধিক্য রয়েছে তা প্রতিকারের প্রত্যাশাই কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো। যথা:

- রাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করা।
- রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষ থেকে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের কাউন্সেলিং করা।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- কর্মক্ষেত্রে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দান করা।
- অবৈধ দালালি বা মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতিরোধ করা।
- রাষ্ট্রের ব্যয়ভার মিটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত হবে এটিই জনগণের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।
- প্রত্যেক নাগরিককে তাক্‌ওয়াবান হতে উদ্বুদ্ধ করা।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় প্রতারণা মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে, প্রতারণাকারী ক্রমান্বয়ে আল্লাহ ও রাসুলের পথ থেকে দুরে সরে যায়, তার দু'আ কবুলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, ইমান ধ্বংস হয়ে যায় এবং সমাজে সে অসম্মানিত হয়। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রতারণার মত জঘন্য ও নিম্ন চরিত্রের পরিচায়ক কাজ থেকে বিরত থাকা। আর এই জঘন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কুর'আন ও হাদিসের বিধান মেনে চলার কোন বিকল্প নেই। পরকালে মানুষকে তার কর্মের হিসাব দিতে হবে। এবং সেদিন মানুষ তার কৃত পাপকর্মের জন্য লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই শেষ বিচারের দিনে লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকতে বর্তমান সমাজে প্রচলিত যাবতীয় প্রতারণা ও মানুষের অধিকার বিনষ্টকারী নীতি থেকে সকলের দূরে থাকা উচিত। তাছাড়া প্রতারণা মুনাফেকির লক্ষণ। আর মুনাফিকের স্থান চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তাই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভের জন্য মানবজাতির উচিত সকল ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণার পথ পরিহার করে ইসলামের বিধান মেনে চলা। এতে মানুষ, রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েই উপকৃত হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুর'আনুল কারীম।

২. বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল। (২০০৯)। *আস-সহীহ।* বৈরূত: দারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যাহ।

৩. মুসলিম, আবুল হুসায়ন ইবনুল হাজ্জাজ। (তা. বি.)। *সহীহ মুসলিম।* ভারত: দেওবন্দ।

৪. মুসলিম, আবুল হুসায়ন ইবন হাজ্জাজ। (তা. বি)। *সহীহ মুসলিম।* ভারত: কুতুবখানা রশিদিয়া।

৫. মুসলিম, আবুল হুসায়ন ইবন হাজ্জাজ। (২০১০)। *আস-সহীহ।* বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ।

৬. দাউদ, আবূ। (তা. বি.)। *আস-সুনান।* বৈরূত: দারুল কিতাব আল আরাবী।

৭. দাউদ, আবূ। (২০০০)। *আস-সুন্নাহ*, রিয়াদ: দারুস সালাম।

৮. দাউদ, আবূ। (২০০১)। *আস সুনান।* বৈরুত: দারুল মারিফাহ।

৯. ইবন মাজাহ, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ আল্ কাযভীন। (তা. বি.)। *সুনান ইবন মাজাহ।* ভারত: কলিকাতা।

১০. ইবন মাজাহ, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ আল্ কাযভীন। (১৯১৮)। *সুনান ইবন মাজাহ।* কায়রো: দারু ইহয়া আল কুতুব আল্-আরাবিয়া।

১১. আল মুনযিরী, হাফিয আবদুল আযীয। (১৪১৪ হিজরী)। *আত্তারগীব ওয়াত তারহীব।* বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

১২. তিবরিযী, ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। (তা. বি.)। *মিশকাতুল মাসাবিহ।* কলিকাতা: এম বশির এন্ড সন্স।

১৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। (তা. বি.)। *মুসনাদ।* কায়রো: দারু আল্-ফিকর আল্-আরবী।

১৪. তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা। (১৯৮৭)। *আল-জামি।* বৈরূত: দারু ইবন কাছীর।

১৫. ইমাম বায়হাকী। (১৯৯০)। *শুআবুল ঈমান।* বৈরূত: দারুল কুতুবিয়া 'ইলমিয়াহ।

১৬. আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন। (তা.বি.)। *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ।* রিয়াদ: দারুল মা'আরিফ,

১৭. মালিক, আবু আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস। (তা.বি.)। *মু'আত্তা মালিক।* কায়রো: দারু ইহয়াউ আল্-কুতুব আল্-আরাবিয়া।

১৮. ইমাম তাবারানী। (১৯৮৩)। *আল-মুজামুল কাবীর।* তাহকীক: হামদী ইবনি আব্দুল মাজীদ আস-সালাফী। আল-মুসিল: মাকতাবাতুল উরুম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ।

১৯. আনসারী, হামেদ আলী। (১৯৫৬)। *ইসলাম কা নিযামে হুকুমাত।* দিল্লী।

২০. বিলয়াভী, আবুল ফজল মাওঃ আব্দুল হাফিজ। (১৯৮২)। *মিসবাহুল-লুগাহ।* দিল্লী: মাকতাবাতু বুরহান।

২১. রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর। (২০০০)। *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান।* ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী।

২২. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র। (১৯৭১)। *সংসদ বাংলা অভিধান।* ঢাকা: সাহিত্য সংসদ।

২৩. মুস্তফা, ইবরাহিম। আঝঝিয়াত, আহমদ। আব্দুল কাদের, হামেদ। আন নাজ্জার, মুহাম্মদ। (১৯৬০)। *আল্ মুজামুল ওয়াসিত।* বৈরূত: দারু আদ দাওয়াহ।

২৪. সম্পাদিত। (১৯৯৭)। *মাজমাউ আল্-লুগাহ আল্-আরাবিয়া।* দিল্লী: কুতুবখানা হুসায়নিয়া।

২৫. আর রাযী, মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর। (১৯৮৭)। *মুখতার আস্-সিহাহ।* বৈরূত : দাইরাতুল মা'আযিম ফী মাকতাবাতি লেবানন।

২৬. বালাবাক্কী, ড. রুহুল। (১৯৯৭)। *আল্ মাওরিদ (আরবী ইংরেজী অভিধান)।* বৈরূত: দার আল্-ইলম লিল মাল্লায়ীন।

২৭. আবদুল্লাহ, ড. সউদ ইবন (সম্পাদিত)। (১৪৪০হিজরী)। *আদওয়াউ আশ্ শারীয়া জার্নাল।* সংখ্যা ১৩। রিযাদ: জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবন সউদ আল্-ইসলামিয়া।

২৮. রাম, মালিক। (১৯৮৭)। *নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা।* অনুবাদ: মাহমূদা বেগম নেকু। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৯. আল মারগানানী, বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবী বকর। (তা. বি.)। *আল-হিদায়া।* বৈরূত: দারু ইহয়াউ আত্ তুরাসিল আল-আরাবী।

Authors and Affiliations

Aunopama Afroz, Uttara University, Bangladesh